

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৯ - ২০২০



প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক

দেশে ও প্রবাসে আপনারই পাশে





ভিশন

প্রবাসীদের জন্য একটি ঝুঁকি
ও
শোষণমুক্ত সুন্দর পৃথিবী নিশ্চিত করা।



মিশন

- বিদেশে গমনেচ্ছু কর্মীদের সহায়তাকল্পে স্বল্প সুদে ও দ্রুততম সময়ে অভিবাসন ঋণ প্রদান;
- বিদেশে ফেরত অভিবাসীদের পুনর্বাসন ঋণ প্রদানের মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতিতে সমন্বিতকরণ;
- ব্যয় সাশ্রয়ী পন্থায় প্রবাসীদের কষ্টার্জিত রেমিটেন্স দেশে আনয়ন ও বিতরণ।



চেয়ারম্যান মহোদয়ের বক্তব্য

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতির পিতার সোনার বাংলার স্বপ্ন বাস্তবায়নে অভিবাসীদের সার্বিক কল্যাণের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠা করেন প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক। প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৫৫ নং আইন) এর মাধ্যমে তাঁর স্বপ্নের ব্যাংক বাস্তবে রূপ লাভ করে। তিনি ঢাকায় কলম্বো প্রসেস এর ৪র্থ সম্মেলন চলার সময় ২০১১ সালের ২০ শে এপ্রিল এই ব্যাংকের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন।

এই ব্যাংকের পরিশোধিত মূলধনের ৯৫% যোগান দিয়েছে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ওয়েজ আর্নাস কল্যাণ বোর্ডের এবং অবশিষ্ট ৫% গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের।

বাংলাদেশ ব্যাংক ৩০ জুলাই, ২০১৮ তারিখে এই ব্যাংককে তফসিলি বিশেষায়িত ব্যাংক হিসেবে তালিকাভুক্ত করেছে। বর্তমানে ব্যাংকের ৮৯টি শাখা রয়েছে। এই সকল শাখার মাধ্যমে বিদেশগামী কর্মীদের অভিবাসন ঋণ, বিদেশ ফেরত কর্মীদের পুনর্বাসন ঋণ এবং পিন কোড পদ্ধতিতে স্পট ক্যাশ রেমিটেন্স বিতরণ করা হচ্ছে। এছাড়া এ ব্যাংকে প্রবাসী সঞ্চয়ী হিসাব, বঙ্গবন্ধু সঞ্চয়ী স্কিম, বঙ্গবন্ধু শিক্ষা সঞ্চয় স্কিম, বিবাহ সঞ্চয়ী স্কিম ও বঙ্গবন্ধু ডাবল বেনিফিট স্কিম চালু রয়েছে।

এই ব্যাংকের ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা ও ঋণ বিতরণের পরিমাণ ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিগত দুই অর্থবছরের ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা এবং ঋণ বিতরণের পরিমাণ পর্যালোচনা করে দেখা যায়, নভেল করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের মধ্যেও ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ৬,৩৩৯ জন কর্মীকে ১০৮.৯৬ কোটি টাকা ঋণ প্রদানের মাধ্যমে দেশে-বিদেশে কর্মসংস্থানে সহায়তা করা হয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছর থেকে ২০২০-২১ অর্থবছরে সেবা গ্রহীতার সংখ্যা ১৮১.৯% এবং ঋণ বিতরণের পরিমাণ ১৪৫.৯% বৃদ্ধি পেয়েছে। এই ব্যাংকের কর্মপরিধি দ্রুত বিস্তারে সহযোগিতা প্রদান করায় ধন্যবাদ জানাচ্ছি পরিচালনা পর্ষদের সম্মানিত সদস্য, ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ ও ব্যাংকের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের।

কর্মসংস্থানের জন্য বিদেশগামী কর্মী এবং প্রত্যগত কর্মীদের সার্বিক সহযোগিতা ও ব্যাংকিং সেবা প্রদানের যে মহতী লক্ষ্য নিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এ ব্যাংকটি চালু করেছিলেন, সে লক্ষ্য অর্জনের মাধ্যমে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সোনার বাংলা বাস্তবায়নে নিজেদের সর্বোচ্চ অবদান রাখার অঙ্গীকারাবদ্ধ প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক।

(ড. আহমেদ মুনিরুছ সালেহীন)

চেয়ারম্যান, পরিচালনা পর্ষদ

ও

সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়



ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের বক্তব্য

স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য বৈদেশিক আয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীতার অব্যবহিত পরই দেশে বিদেশে প্রবাসীদের কল্যাণ নিশ্চিতে সরকারি উদ্যোগ গ্রহণের জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে সুস্পষ্ট নির্দেশনা প্রদান করেন। তাঁরই নির্দেশনা ও উদ্যোগে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি নতুন পরিদপ্তর- “প্রবাসী কল্যাণ পরিদপ্তর” প্রতিষ্ঠা করা হয়। প্রবাসী কল্যাণ পরিদপ্তর প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তিনি সরকারি কার্যাবলী এবং উদ্যোগকে সম্প্রসারণ করেছিলেন।

জাতির পিতার আদর্শ ও ভাবধারায় গভীরভাবে অনুপ্রাণিত মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মনঃপ্রাণ সর্বদাই নিবেদিত প্রবাসী বাংলাদেশীদের কল্যাণ কামনায়। প্রবাসী বাংলাদেশীদের ভাগ্যোন্নয়নে তাঁর অঞ্জীকার ও সংকল্প সর্বদাই গভীর ও দৃঢ়। প্রবাসী বাংলাদেশীদের অবদানের প্রতি স্বীকৃতি প্রদান এবং তাদের কল্যাণে জাতির পিতার উদ্যোগকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অনেক দিনের একটি স্বপ্ন। সে স্বপ্ন বাস্তবে রূপদানের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তাঁরই ধারাবাহিকতায় তিনি জাতির পিতার লালিত ধারণা এবং সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন বাস্তবায়নে অর্থনীতির চাকা সচল রাখা বাংলাদেশি অভিবাসীদের ঋণ সহায়তা প্রদান, রেমিটেন্স আনয়নসহ অন্যান্য ব্যাংকিং সেবা প্রদানের লক্ষ্যে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করেন। এই ব্যাংক প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য হলোঃ

- কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে বিদেশে গমনেচ্ছু বাংলাদেশী বেকার যুবকদের সহায়তা প্রদান;
- প্রবাসী বাংলাদেশীদের দেশে প্রত্যাগমনের পর কর্মসংস্থানের সহায়তা প্রদান;
- প্রবাসী বাংলাদেশীদের দেশে বিনিয়োগে উৎসাহিতকরণ এবং আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে দূত ও ব্যয়-সাশ্রয়ী পন্থায় সহজে রেমিটেন্স প্রেরণে প্রবাসী বাংলাদেশীদের সহায়তা প্রদান।

গ্রামের অসহায় দরিদ্র জনগোষ্ঠী বিদেশ যাওয়ার প্রাক্কালে ভিটেমাটি, সহায়-সম্বল বিক্রি করে বা মহাজনদের নিকট থেকে উচ্চ সুদে ঋণ গ্রহণ করে যেন নিঃস্ব হতে না হয়, সেজন্য প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক সৃষ্টি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। বিদেশগামী ও বিদেশ ফেরত কর্মীরা এই ব্যাংক হতে সহজ শর্ত ও স্বল্প সুদে ঋণ গ্রহণ করায় তাদের ভিটেমাটি, সহায়-সম্বল বিক্রি করা এবং মহাজনদের নিকট হতে চড়া সুদে ঋণ গ্রহণ করে নিঃস্ব হওয়ার হাত থেকে রক্ষা পাচ্ছে।

বাংলাদেশ ব্যাংক ৩০ জুলাই, ২০১৮ তারিখে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংককে তফসিলি বিশেষায়িত ব্যাংক হিসেবে তালিকাভুক্ত করেছে। বর্তমানে এ ব্যাংকের ৮৯ টি শাখা এবং হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের আগমনীতে ১টি বুথ রয়েছে। এসকল শাখার মাধ্যমে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক নির্ধারিত লক্ষ্য বাস্তবায়নে দেশব্যাপি ব্যাংকিং সেবা প্রদান করছে। প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের বিদ্যমান শাখাসমূহের মাধ্যমে বিদেশগামী ও বিদেশ ফেরত অভিবাসীদের ঋণ বিতরণ, রেমিটেন্স আনয়নসহ নিম্নবর্ণিত ব্যাংকিং সেবা প্রদান করা হচ্ছেঃ

- বিদেশগামী কর্মীদের বিদেশে যাওয়ার জন্য অভিবাসন ঋণ (অভিবাসন ঋণের বিপরীতে বীমা সুবিধা রয়েছে);
- কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাবের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যে সকল অভিবাসী কর্মী ১ জানুয়ারি ২০২০ তারিখের পর দেশে ফেরত এসেছেন সে সকল অভিবাসী কর্মী/বিদেশে মৃত্যুবরণ করেছেন তাঁর পরিবারের ১ (এক) জন উপযুক্ত সদস্যকে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে ৪% সরল সুদে বিশেষ পুনর্বাসন ঋণ;
- বিদেশ ফেরত কর্মীদের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে পুনর্বাসন ঋণ (পুরুষ ঋণ গ্রহীতাদের ক্ষেত্রে ৯% সরল সুদ এবং মহিলা ঋণ গ্রহীতাদের ক্ষেত্রে ৭% সরল সুদ);
- বিদেশে অবস্থানরত অভিবাসী কর্মীদের পিতা-মাতা, স্বামী-স্ত্রী, ভাই-বোন, সন্তানদের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে বঞ্ছিত অভিবাসী বৃহৎ পরিবার পুনর্বাসন ঋণ (পুরুষ ঋণ গ্রহীতাদের ক্ষেত্রে ৯% সরল সুদ এবং মহিলা ঋণ গ্রহীতাদের ক্ষেত্রে ৭% সরল সুদ);
- এ ব্যাংকের সকল শাখার মাধ্যমে পিন কোড পদ্ধতিতে স্পট ক্যাশ রেমিটেন্স বিতরণ করা হচ্ছে এবং বিদেশ থেকে প্রেরিত রেমিটেন্সের উপর সরকার ঘোষিত ২% প্রণোদনা প্রদান;
- বিদেশগামী কর্মীদের রেজিস্ট্রেশন ও কল্যাণ ফি গ্রহণ;

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধনের শুভলগ্নে ‘অভিবাসন ঋণ’ বিতরণ এই ব্যাংকের ঋণ বিতরণ কার্যক্রমে নতুনমাত্রা যোগ করেছে। এই ব্যাংকের প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে ২০২০-২০২১ অর্থবছর পর্যন্ত মোট ৫৩,৩৯৬ জন প্রবাসীকে ৭৭৬.১৩ কোটি টাকা ঋণ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। নভেল করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের মধ্যেও ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ৬,৩৩৯ জন কর্মীকে ১০৮.৯৬ কোটি টাকা ঋণ প্রদানের মাধ্যমে দেশে-বিদেশে কর্মসংস্থানে সহায়তা করা হয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছর থেকে ২০২০-২১ অর্থবছরে সেবা গ্রহীতার সংখ্যা ১৮১.৯% এবং ঋণ বিতরণের পরিমাণ ১৪৫.৯% বৃদ্ধি পেয়েছে। শুধু চলতি ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ১১,৫৩০ জন কর্মীকে ২৬৭.৯৪ কোটি টাকা ঋণ প্রদানের মাধ্যমে দেশে-বিদেশে কর্মসংস্থানে সহায়তা করা হয়েছে।

এছাড়া কোভিড-১৯ এর দূত বিস্তার ও সংক্রমণ প্রতিরোধে বিশ্বব্যাপি নজিরবিহীন লকডাউন এবং যোগাযোগ স্থবিরতা বিশ্ব অর্থনীতিতে ব্যাপক নেতিবাচক প্রভাবে ফেলে। তৎপ্রেক্ষিতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ব্যয় সংকোচন নীতি গ্রহণ করে। অভিবাসী কর্মী নিয়োগকারী দেশসমূহও ব্যয় সংকোচন নীতি গ্রহণ করে প্রচুর কর্মী ছাঁটাই করে। প্রবাসে কর্মরত অনেক বাংলাদেশি কর্মী কর্ম হারিয়ে দেশে প্রত্যাগমন করেন। কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাবের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যে সকল অভিবাসী কর্মী ১ জানুয়ারি ২০২০ তারিখের পর দেশে ফেরত এসেছেন সে সকল অভিবাসী কর্মী/বিদেশে মৃত্যুবরণ করেছেন তাঁর পরিবারের ১ (এক) জন উপযুক্ত সদস্যকে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে ৪% সরল সুদে বিশেষ পুনর্বাসন ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। এ সকল ঋণ বিতরণের জন্য প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক “কোভিড-১৯ এর কারণে ক্ষতিগ্রস্ত অভিবাসী কর্মী পুনর্বাসন ঋণ নীতিমালা, ২০২০” এর আওতায় ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড এর তহবিল থেকে ২০০ (দুইশত) কোটি টাকা অনুমোদন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে উক্ত ২০০ (দুইশত) কোটি টাকা হতে অত্র ব্যাংকের মাধ্যমে কোভিড-১৯ এর কারণে জুন, ২০২১ পর্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত ৩,২৪১ জন অভিবাসী কর্মীর মাঝে ৮১.৩৮ কোটি টাকা পুনর্বাসন ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

নভেল করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) এর প্রভাব মোকাবেলার লক্ষ্যে অর্থনীতিতে গতিশীলতা আনয়নকল্পে দারিদ্র বিমোচন ও বিভিন্ন সেক্টরে কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'র ঘোষিত আর্থিক প্রণোদনা প্যাকেজ এর আওতায় আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অভিবাসী কর্মীদের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের অনুকূলে ৫০০ (পাঁচশত) কোটি টাকা অনুমোদন করে। ইতোমধ্যে অনুমোদিত ৫০০ (পাঁচশত) কোটি টাকা হতে অত্র ব্যাংকের অনুকূলে ২৫০ (দুইশত পঞ্চাশ) কোটি টাকা ছাড়করণ করা হয়েছে। উক্ত ২৫০ (দুইশত পঞ্চাশ) কোটি টাকা হতে জুন, ২০২১ পর্যন্ত ৮,২৮৯ জন অভিবাসী কর্মীকে মোট ১৮৬.৫৬ কোটি টাকা ঋণ বিতরণের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে।

প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক অভিবাসীদের ঋণ বিতরণ, রেমিটেন্স সংগ্রহ ও বিতরণসহ অন্যান্য ব্যাংকিং সেবা প্রদানের মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, এসডিজি বাস্তবায়ন ও সমৃদ্ধ রিজার্ভ গঠনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। তাছাড়া প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের তফসিলি কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে সিবিএস সফটওয়্যার বাস্তবায়ন, ডাটা সেন্টার স্থাপন, শাখা সম্প্রসারণ ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন, উপযুক্ত স্থানে শাখা স্থানান্তর, বৈদেশিক লেনদেন সম্পাদনের জন্য বিদেশী ব্যাংকের সাথে NOSTRO হিসাব খোলা ও প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এসকল গৃহীত কার্যক্রম যথাসময়ে বাস্তবায়নের মাধ্যমে অভিবাসীদের তথ্য-প্রযুক্তি নির্ভর উন্নত সেবা প্রদানের মাধ্যমে ঋণ কার্যক্রম ত্বরান্বিত করা এবং দ্রুত ও ব্যয় সাশ্রয়ী পন্থায় রেমিটেন্স আহরণ ও বিতরণ করা সম্ভব হবে। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে অভূতপূর্ব অবদান রাখা অভিবাসীদের কাজিকত সেবা প্রদানের মাধ্যমে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের লালিত স্বপ্নের সোনার বাংলার সফল বাস্তবায়নে এই ব্যাংক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

(মোঃ জাহিদুল হক)
ব্যবস্থাপনা পরিচালক

পরিচালনা পর্ষদ

চেয়ারম্যান

ড. আহমেদ মুনিরুছ সালেহীন

সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
ইস্কাটন, রমনা, ঢাকা



পরিচালক

জনাব মোঃ হামিদুর রহমান

মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব), ওয়েজ আর্নাস কল্যাণ বোর্ড
ইস্কাটন, রমনা, ঢাকা



পরিচালক

জনাব মোঃ শহীদুল আলম এনডিসি

মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব), জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো
কাকরাইল, ঢাকা



পরিচালক

জনাব মোঃ আব্দুল মান্নান

অতিরিক্ত সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
ইস্কাটন, রমনা, ঢাকা



পরিচালক

জনাব আবদুল্যাহ হারুন পাশা

অতিরিক্ত সচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা



পরিচালক

ড. খায়েরুজ্জামান মজুমদার

অতিরিক্ত সচিব, অর্থ মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা



পরিচালনা পর্ষদ

পরিচালক

জনাব মোঃ এ,কে,এম, ফজলুল হক মিশ্রা
নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়, মতিঝিল, ঢাকা



পরিচালক

বেগম শাকিলা জেরিন আহমেদ
যুগ্মসচিব, শ্রম মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা



পরিচালক

জনাব মোঃ শোয়াইব আহমাদ খান
যুগ্মসচিব, ওয়েজ আর্নিস কল্যাণ বোর্ড
ইস্কাটন, রমনা, ঢাকা



পরিচালক

জনাব মোঃ আন্দালিব ইলিয়াস
মহাপরিচালক, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়



পরিচালক

জনাব মোঃ জাহিদুল হক
ব্যবস্থাপনা পরিচালক, প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক
ইস্কাটন, রমনা, ঢাকা



চেয়ারম্যান মহোদয়গণের নাম ও কার্যকাল

ক্রম	চেয়ারম্যান মহোদয়গণের নাম	কার্যকাল
১.	ড. জাফর আহমেদ খান	০৭.০২.২০১১ - ০৯.০৩.২০১৪
২.	ড. খন্দকার শওকত হোসেন	১০.০৩.২০১৪ - ০৫.০৮.২০১৫
৩.	খন্দকার মোঃ ইফতেখার হায়দার	০৬.০৮.২০১৫ - ১৯.১১.২০১৭
৪.	বেগম শামসুন নাহার	২১.১১.২০১৭ - ১৮.১১.২০২০
৫.	ড. আহমেদ মুনিরুছ সালেহীন	১৯.১১.২০২০ - বর্তমান

ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়গণের নাম ও কার্যকাল

ক্রম	ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়গণের নাম	কার্যকাল
১.	জনাব সি এম কয়েস সামি	৩০.১২.২০১০ - ২৯.১২.২০১৪
২.	জনাব মোঃ মোশাররফ হোসেন চৌধুরী	৩০.১২.২০১৪ - ০৮.০২.২০১৬
৩.	জনাব কামরুন নাহার আহমেদ	০৯.০২.২০১৬ - ২৬.০৬.২০১৬
৪.	জনাব মোঃ আতাউর রহমান প্রধান	২৭.০৬.২০১৬ - ২৪.০৮.২০১৬
৫.	জনাব সঞ্জয় কুমার বণিক (ভারপ্রাপ্ত)	২৫.০৮.২০১৬ - ০৭.০৯.২০১৬
৬.	জনাব মোঃ ওয়াহিদুজ্জামান খন্দকার	০৮.০৯.২০১৬ - ১৫.০১.২০১৭
৭.	জনাব আ. ন. ম মাসরুরুল হক সিরাজী	১৬.০১.২০১৭ - ১৮.০১.২০১৮
৮.	জনাব মাহতাব জাবিন	১৮.০১.২০১৮ - ১৪.১১.২০২০
৯.	জনাব মোঃ এবনুজ জাহান (ভারপ্রাপ্ত)	১৫.১১.২০২০ - ০১.০৩.২০২১
১০.	জনাব মোঃ জাহিদুল হক	০১.০৩.২০২১ - বর্তমান

ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ

ব্যবস্থাপনা পরিচালক
জনাব মোঃ জাহিদুল হক



মহাব্যবস্থাপক
জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন



মহাব্যবস্থাপক
জনাব মোঃ নূর আলম সরদার



প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক

প্রতিষ্ঠা

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতির পিতার সোনার বাংলার স্বপ্ন বাস্তবায়নে অভিবাসীদের সার্বিক কল্যাণের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠা করেন প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক। প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৫৫ নং আইন) এর মাধ্যমে তাঁর স্বপ্নের ব্যাংক বাস্তবে রূপ লাভ করে। তিনি ঢাকায় কলম্বো প্রসেস এর ৪র্থ সম্মেলন চলার সময় ২০১১ সালের ২০ শে এপ্রিল এই ব্যাংকের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন।

উদ্দেশ্য

- কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে বিদেশে গমনেচ্ছু বাংলাদেশী বেকার যুবকদের সহায়তা প্রদান;
- প্রবাসী বাংলাদেশীদের দেশে প্রত্যাগমনের পর কর্মসংস্থানের সহায়তা প্রদান;
- প্রবাসী বাংলাদেশীদের দেশে বিনিয়োগে উৎসাহিতকরণ, এবং
- আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে দ্রুত ও ব্যয়-সাশ্রয়ী পন্থায় সহজে রেমিটেন্স প্রেরণে প্রবাসী বাংলাদেশীদের সহায়তা প্রদান।

মূলধন কাঠামো

- অনুমোদিত মূলধন ৫০০ (পাঁচশত) কোটি টাকা।
- পরিশোধিত মূলধন ৫০০ (পাঁচ শত) কোটি টাকা।
- পরিশোধিত মূলধনের ৯৫% ওয়েজ আর্নাস কল্যাণ বোর্ড এবং ৫% গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার প্রদান করেছে।

তফসিলিকরণ

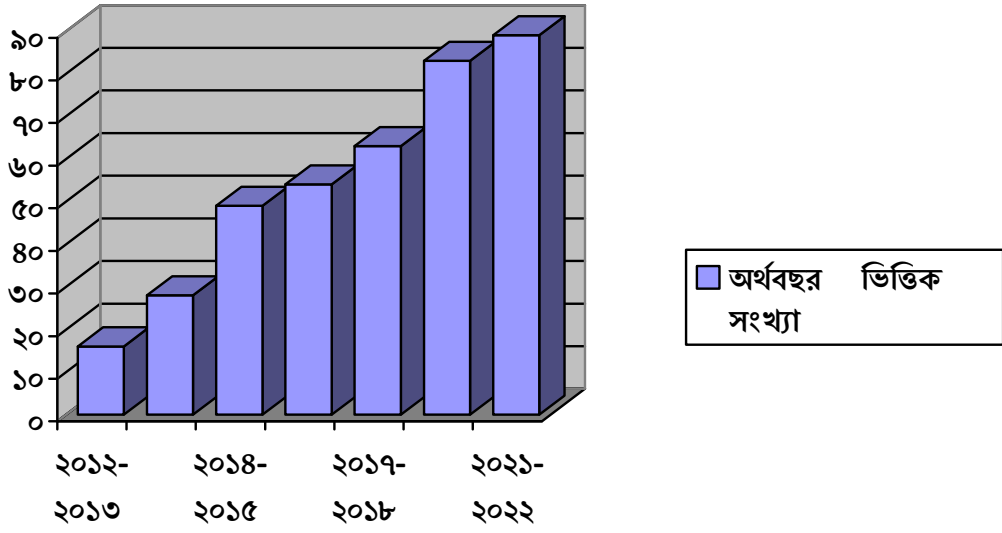
বাংলাদেশ ব্যাংক ৩০ জুলাই, ২০১৮ তারিখে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংককে তফসিলি বিশেষায়িত ব্যাংকরূপে তালিকাভুক্ত করেছে।

শাখাসমূহ

বর্তমানে ব্যাংকের ৮৯ টি শাখা রয়েছে। শাখাসমূহের মধ্যে জেলা পর্যায়ে ৬১টি এবং উপজেলা পর্যায়ে ২৮টি এবং হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের আগমনীতে ১টি বুথ রয়েছে।

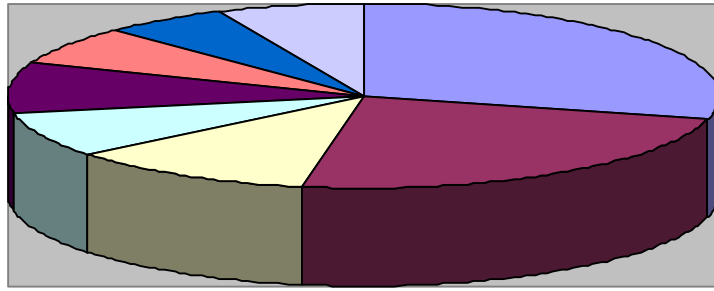
শাখা সম্প্রসারণ

অর্থবছর	শাখার সংখ্যা	মোট সংখ্যা (ক্রমপঞ্জিভূত)
২০১২-১৩	১৬	১৬
২০১৩-১৪	১২	২৮
২০১৪-১৫	২১	৪৯
২০১৫-১৬	৫	৫৪
২০১৭-১৮	৯	৬৩
২০২০-২১	২০	৮৩
২০২১-২২	৬	৮৯



বিভাগভিত্তিক শাখা

বিভাগের নাম	শাখার সংখ্যা
ঢাকা বিভাগ	২৬
চট্টগ্রাম বিভাগ	২১
খুলনা বিভাগ	১০
রংপুর বিভাগ	৭
রাজশাহী বিভাগ	৮
সিলেট বিভাগ	৬
ময়মনসিংহ বিভাগ	৫
বরিশাল বিভাগ	৬



ঢাকা বিভাগ
চট্টগ্রাম বিভাগ
খুলনা বিভাগ
রংপুর বিভাগ
রাজশাহী বিভাগ
সিলেট বিভাগ
ময়মনসিংহ বিভাগ
বরিশাল বিভাগ

শাখা খোলার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাঃ

২০২৫ সাল পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে ০৭টি কর্পোরেট শাখাসহ সর্বমোট ৩০০টি শাখা এবং ১৫টি আঞ্চলিক কার্যালয় খোলার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। তন্মধ্যে নিম্নবর্ণিত ১১টি শাখা আগামী ৩০.০৬,২০২২ তারিখের মধ্যে খোলার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছেঃ

- | | |
|--------------------------------|------------------------------|
| ১. নীলফামারী শাখা | ৭. মুকসুদপুর শাখা, গোপালগঞ্জ |
| ২. মীরসরাই শাখা, চট্টগ্রাম | ৮. শিবচর, মাদারীপুর |
| ৩. বাজিতপুর শাখা, কিশোরগঞ্জ | ৯. ঝালকাঠি |
| ৪. রায়পুরা শাখা, নরসিংদী | ১০. বান্দরবান |
| ৫. চৌদ্দগ্রাম শাখা, কুমিল্লা | ১১. খাগড়াছড়ি শাখা |
| ৬. সোনারগাঁও শাখা, নারায়ণগঞ্জ | |

ঋণ কার্যক্রম

- বিদেশগামী কর্মীদের বিদেশে যাওয়ার জন্য অভিবাসন ঋণ (অভিবাসন ঋণের বিপরীতে বীমা সুবিধা রয়েছে);
- বিদেশ ফেরত কর্মীদের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে পুনর্বাসন ঋণ (পুরুষ ঋণ গ্রহীতাদের ক্ষেত্রে ৯% সরল সুদ এবং মহিলা ঋণ গ্রহীতাদের ক্ষেত্রে ৭% সরল সুদ);
- কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাবের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যে সকল অভিবাসী কর্মী ১ জানুয়ারি ২০২০ তারিখের পর দেশে ফেরত এসেছেন সে সকল অভিবাসী কর্মী/বিদেশে মৃত্যুবরণ করেছেন তাঁর পরিবারের ১ (এক) জন উপযুক্ত সদস্যকে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে ৪% সরল সুদে বিশেষ পুনর্বাসন ঋণ;
- বিদেশে অবস্থানরত অভিবাসী কর্মীদের পিতা-মাতা, স্বামী-স্ত্রী, ভাই-বোন, সন্তানদের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু অভিবাসী বৃহৎ পরিবার পুনর্বাসন ঋণ (পুরুষ ঋণ গ্রহীতাদের ক্ষেত্রে ৯% সরল সুদ এবং মহিলা ঋণ গ্রহীতাদের ক্ষেত্রে ৭% সরল সুদ);

অভিবাসন ঋণ (Migration Loan)

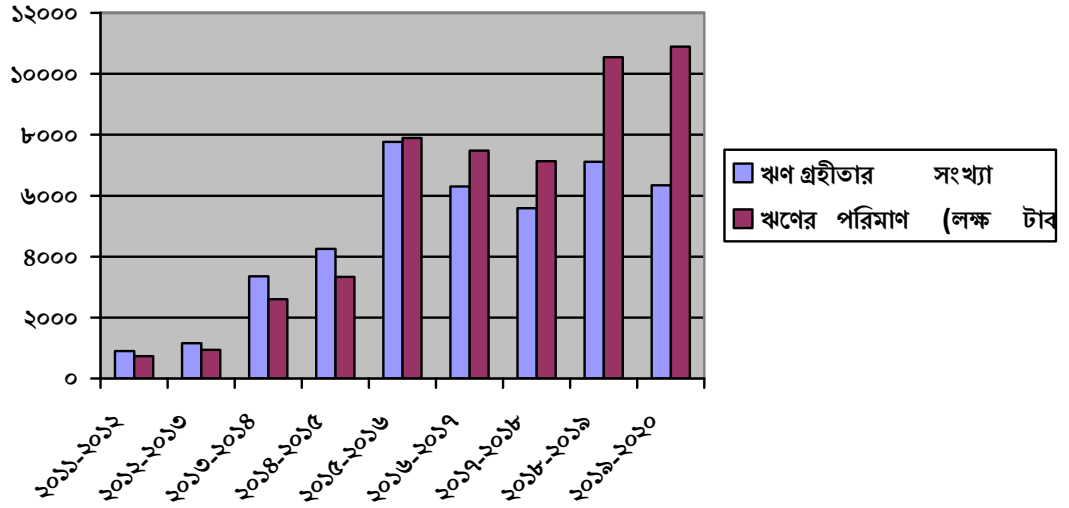
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধনের শুভলগ্নে ‘অভিবাসন ঋণ’ বিতরণ এই ব্যাংকের ঋণ বিতরণ কার্যক্রমে নতুনমাত্রা যোগ করেছে। এই ব্যাংকের প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে ২০২০-২০২১ অর্থবছর পর্যন্ত মোট ৫৩,৩৯৬ জন প্রবাসীকে ৭৭৬.১৩ কোটি টাকা ঋণ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। নভেল করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের মধ্যেও ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ৬,৩৩৯ জন কর্মীকে ১০৮.৯৬ কোটি টাকা ঋণ প্রদানের মাধ্যমে দেশে-বিদেশে কর্মসংস্থানে সহায়তা করা হয়েছে, যা ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণের চেয়ে বেশি। নভেল করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের মধ্যেও শুধু চলতি ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ১১,৫৩০ জন কর্মীকে ২৬৭.৯৪ কোটি টাকা ঋণ প্রদানের মাধ্যমে দেশে-বিদেশে কর্মসংস্থানে সহায়তা করা হয়েছে।

পুনর্বাসন ঋণের খাতসমূহ

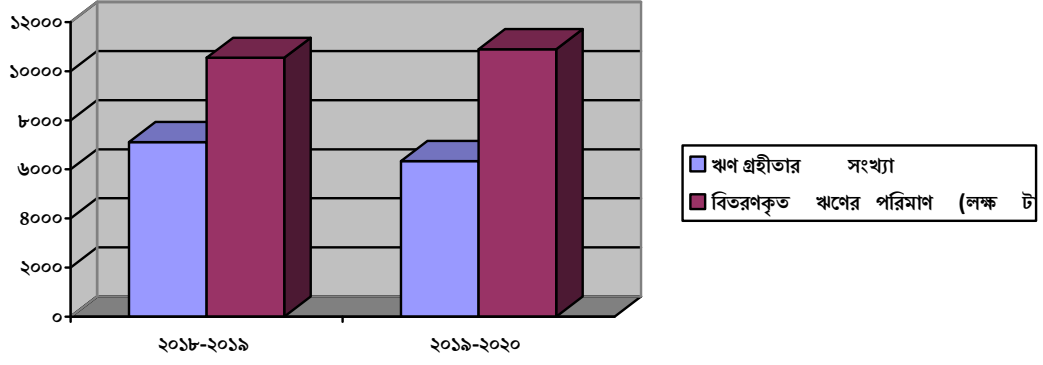
- মৎস্য চাষ
- হালের বলদ পালন
- গরু পালন
- ছাগল পালন
- পোল্ট্রি ফার্ম
- হাঁস-মুরগি পালন
- গরু মোটাতাজাকরণ
- ফুল চাষ
- ডেইরি ফার্ম ইত্যাদি।
- স্টেশনারী
- ক্ষুদ্র ব্যবসা
- গ্রাম্য যানবাহন
- কম্পিউটার বিক্রয় ও সার্ভিসিং
- বায়ো-গ্যাস প্ল্যান্ট
- কাপড়ের দোকান
- কনফেকশনারী
- আসবাবপত্রের ব্যবসা
- বিউটি পার্লার
- গৃহ নির্মাণ সামগ্রী ইত্যাদি।

অর্থবছর ভিত্তিক ঋণ বিতরণ

অর্থবছর	ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা (জন)	ঋণ বিতরণের পরিমাণ (কোটি টাকায়)
২০১১-২০১২	৮৯৯	৭.৩৪
২০১২-২০১৩	১১৫৯	৯.৩৮
২০১৩-২০১৪	৩৩৫০	২৬.০৫
২০১৪-২০১৫	৪২৫৮	৩৩.৩৩
২০১৫-২০১৬	৭৭৬৫	৭৮.৯৮
২০১৬-২০১৭	৬৩০৭	৭৪.৮২
২০১৭-২০১৮	৫৫৯২	৭১.২৮
২০১৮-২০১৯	৭১১৪	১০৫.৪৯
২০১৯-২০২০	৬,৩৪০	১০৮.৯৭
সর্বমোট	৪২৭৮৪	৫১৫.৬৪



চার্ট: অর্থবছর ভিত্তিক অভিবাসন ঋণ বিতরণ।



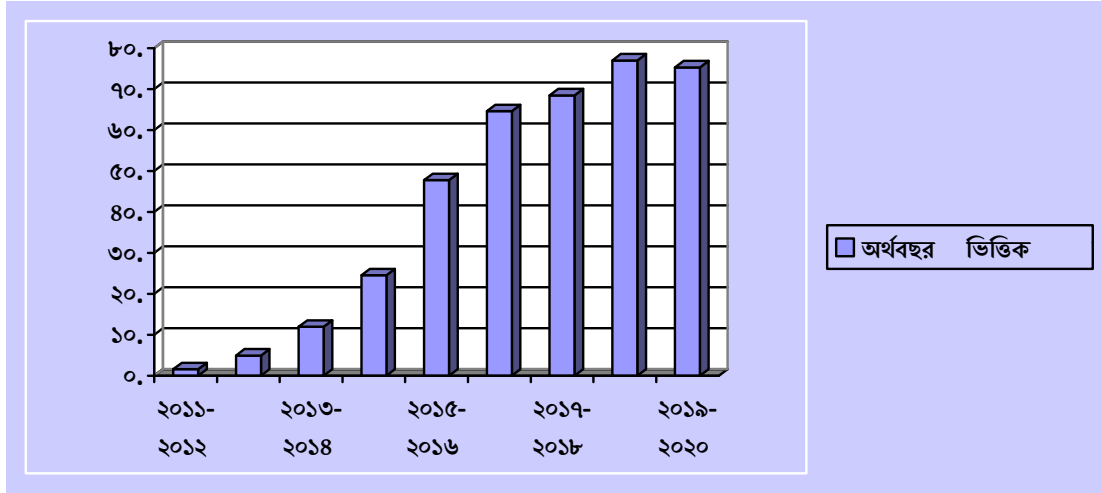
চার্ট: বিগত দু'বছরের ঋণ বিতরণের তুলনামূলক চিত্র।

ঋণ আদায়

২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ১০৮.৯৬ কোটি টাকা ঋণ আদায় করা হয়েছে, যা ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণের চেয়ে বেশি। নভেল করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের মধ্যেও শুধু চলতি ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ১১,৫৩০ জন কর্মীকে ২৬৭.৯৪ কোটি টাকা ঋণ প্রদানের মাধ্যমে দেশে-বিদেশে কর্মসংস্থানে সহায়তা করা হয়েছে।

অর্থবছর ভিত্তিক ঋণ আদায়

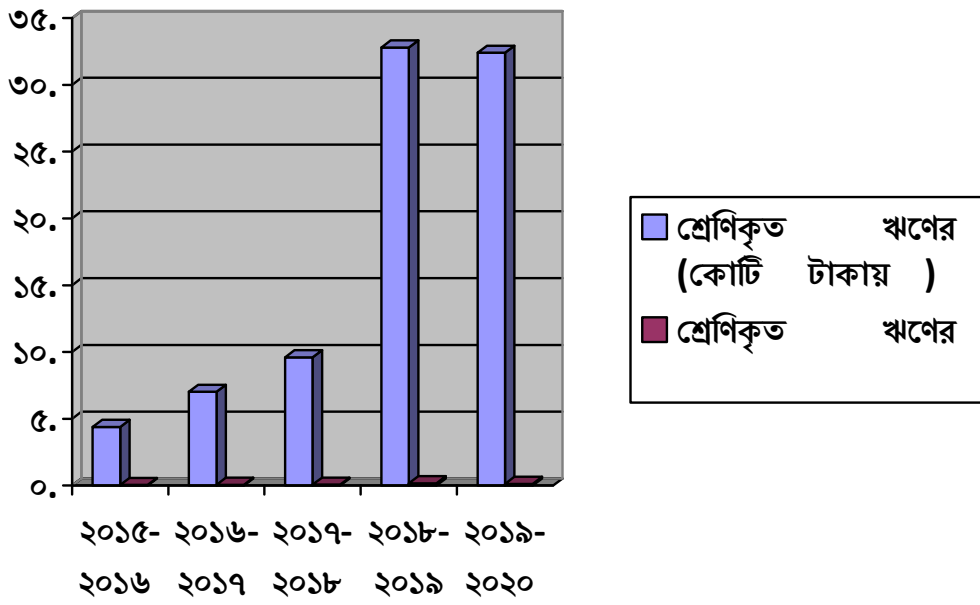
অর্থবছর	মোট আদায় (কোটি টাকায়)
২০১১ - ২০১২	১.৬১
২০১২ - ২০১৩	৪.৯৬
২০১৩ - ২০১৪	১১.৯৭
২০১৪ - ২০১৫	২৪.৫৪
২০১৫ - ২০১৬	৪৭.৭৪
২০১৬ - ২০১৭	৬৪.৫৯
২০১৭ - ২০১৮	৬৮.৪৪
২০১৮ - ২০১৯	৭৬.৯৬
২০১৯ - ২০২০	৭৫.২৬
মোট	৩৭৬.০৭



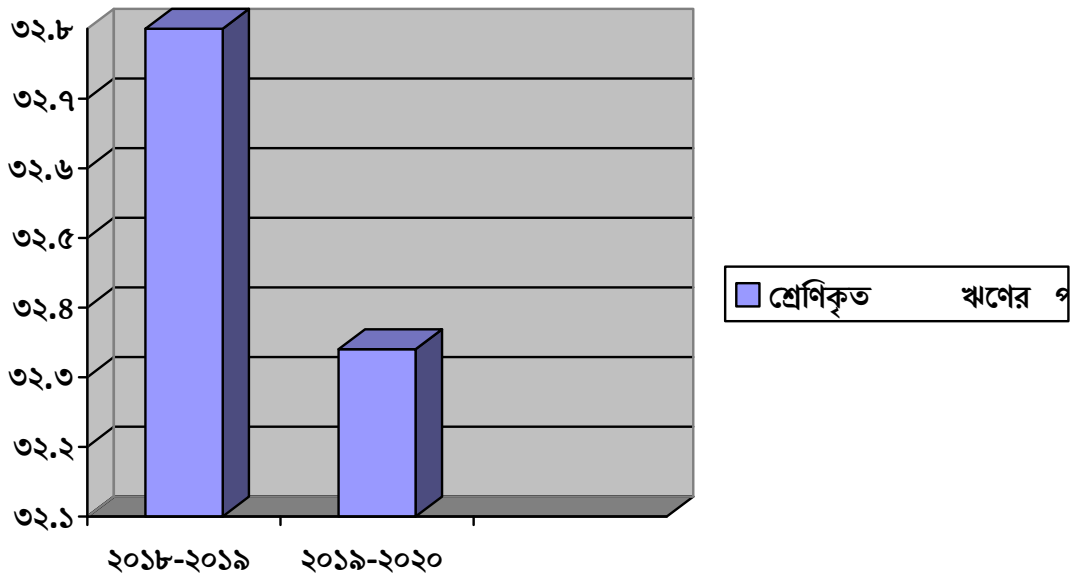
চার্ট: অর্থবছর ভিত্তিক ঋণ আদায়ের তুলনামূলক চিত্র।

অর্থবছর ভিত্তিক শ্রেণিকৃত ঋণ

অর্থবছর	টাকা (কোটি টাকায়)	হার
২০১৫-১৬	৪.৪০	৫%
২০১৬-১৭	৭.০২	৬%
২০১৭-১৮	৯.৬০	৭%
২০১৮-১৯	৩২.৮০	১৮%
২০১৯-২০	৩২.৩৪	১৩%



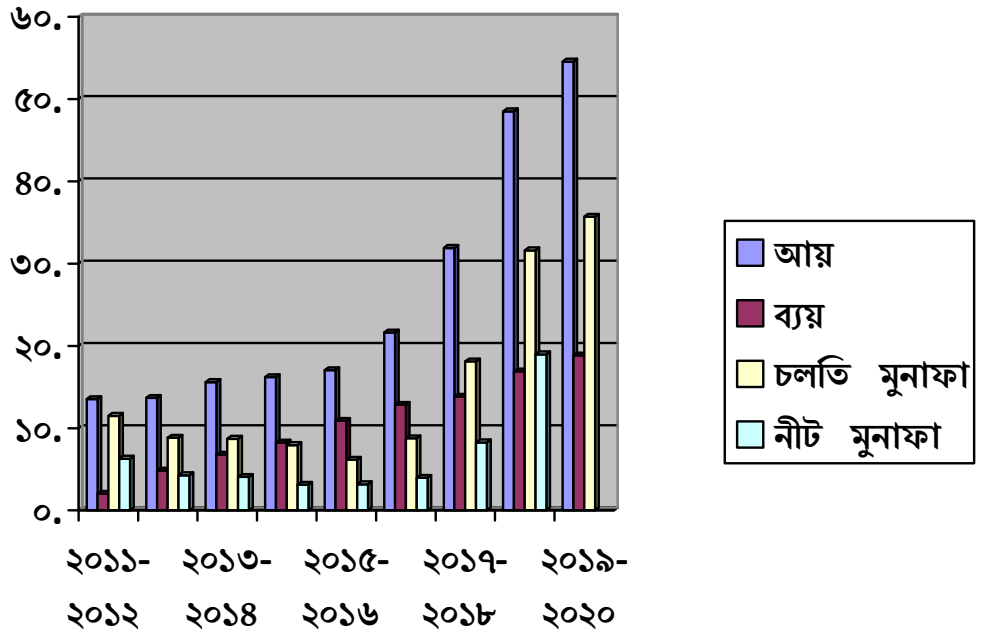
চার্ট: অর্থবছর ভিত্তিক শ্রেণিকৃত ঋণের তুলনামূলক চিত্র।



চার্ট : বিগত দু'বছরের শ্রেণিকৃত ঋণের তুলনামূলক চিত্র।

আয়, ব্যয় ও মুনাফা

অর্থবছর	মোট আয়	মোট ব্যয়	চলিত মুনাফা	প্রতিশন	আয়কর	নীট মুনাফা
২০১১-১২	১৩,৫৩,০৪,৮২২	২,০২,৫৭,৫৮১	১১,৫০,৪৭,২৪১	৪,৮৮,৯৫,০৭৭	৩১,৫৬,৭৪৯	৬,২৯,৯৫,৪১৫
২০১২-১৩	১৩,৬৮,১৭,৩০৭	৪,৮৪,৭৮,১৬৭	৮,৮৩,৩৯,১৪০	৩,৭৫,৪৪,১৩৪	৮০,০০,২৩৪	৪,২৭,৯৪,৭৭২
২০১৩-১৪	১৫,৬০,১৮,১৬৮	৬,৮৯,৫৯,৮৬৩	৮,৭০,৫৮,৩০৫	২,৯৯,৮৩,৬২৩	১,৬২,০৮,৬০৪	৪,০৮,৬৬,০৭৮
২০১৪-১৫	১৬,২০,০৯,৯০১	৮,২৫,১৪,০৬৭	৭,৯৪,৯৫,৮৩৪	২,৩১,২৮,৬৪০	২,৫০,৭৫,৫০৪	৩,১২,৯১,৬৯০
২০১৫-১৬	১৭,০৬,০৫,৮৯৪	১০,৯০,২৩,৩৫৯	৬,১৫,৮২,৫৩৫	২,৩৫,৩৭,৫৭৭	৬২,০০,০০০	৩,১৮,৪৪,৯৫৮
২০১৬-১৭	২১,৬১,৮৪,৮৯৬	১২,৮৩,৫৪,৫৫৯	৮,৭৮,৩০,৩৩৭	২,৯৩,৬৬,২৫১	১,৮৭,৩৩,২৭৫	৩,৯৭,৩০,৮১১
২০১৭-১৮	৩১,৯১,৩৮,৯৪৬	১৩,৮১,৫৮,৪৩১	১৮,০৯,৮০,৫১৫	৭,২৩,৯২,২০৬	২,৫৯,১৫,৪৪৬	৮,২৬,৭২,৮৬৩
২০১৮-১৯	৪৮,৫০,১৩,৫২২	১৬,৮৮,৭৮,০৪০	৩১,৬১,৩৫,৪৮২	১২,১৩,৭৯,৭৩৮	৫০,৮৬,২০১	১৮,৯৬,৬৯,৫৪৩
২০১৯-২০	৫৪,৫৫,৪৩,২৫৬	১৮,৮৪,৮৬,২৬০	৩৫,৭০,৫৬,৯৯৬	১৪,৪০,০৯,৯৬৬	৭৮,৪৩,১৬৬	২০,৫২,০৩,৮৬৪



চার্ট: অর্থবছর ভিত্তিক আয়, ব্যয় ও মুনাফার তুলনামূলক চিত্র।

বিভিন্ন আমানত প্রকল্পসমূহ

অভিবাসী কর্মী ও তার পরিবারের সদস্যদের জন্য বিভিন্ন সঞ্চয়ী স্কীম চালু রয়েছে।

- বঙ্গবন্ধু সঞ্চয়ী স্কিম
- বঙ্গবন্ধু শিক্ষা সঞ্চয়ী স্কিম,
- বিবাহ সঞ্চয়ী স্কিম
- বঙ্গবন্ধু ডাবল বেনিফিট সঞ্চয়ী।

মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে গৃহীত পদক্ষেপ

স্বাধীন বাংলাদেশের মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপনের লক্ষ্যে সরকার ১৭ই মার্চ ২০২০ থেকে ২৬শে মার্চ ২০২১ সময়কে মুজিব বর্ষ হিসেবে ঘোষণা করে। মুজিববর্ষ উদযাপন উপলক্ষ্যে বিশেষ ঋণ সহায়তা প্রদান, **Distressed Case** (মৃত্যু/ফেরত) গ্রাহকদের ঋণের সুদ মওকুফ সমন্বয়, বিশেষ মোনাজাত ও প্রার্থনার আয়োজন, দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মাঝে খাবার বিতরণ, শিশু পরিবার ও এতিমখানায় উন্নতমানের খাবার পরিবেশন, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনা, প্রবাসী ঋণ গ্রহীতাদের বৃক্ষ চারা বিতরণ এবং সঞ্চয়ী সেবা কার্যক্রমের কর্মসূচি গ্রহণ করা।

এছাড়া চাকুরির উদ্দেশ্যে বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশী কোন নাগরিকের দেশে অবস্থানরত তাঁর উপর নির্ভরশীল পরিবারের যে কোন সদস্য (পিতা, মাতা, স্বামী/স্ত্রী, সন্তান ভাই, বোন) কে সহজ শর্তে জামানতবিহীন/জামানতসহ ঋণ সহায়তা প্রদানের জন্য উদ্যোগ গৃহীত হয় এবং ঋণ স্কীমের নামকরণ করা হয় “বঙ্গবন্ধু অভিবাসী বৃহৎ পরিবার ঋণ”।

সামাজিক ও আর্থিক নিরাপত্তা

মহাজনী সুদে ঋণ গ্রহণের পরিবর্তে স্বল্প সুদে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ করে বিদেশ যাওয়ায় কর্মীরা মহাজনী ঋণের অভিশাপ হতে মুক্তি পাচ্ছে। এতে তারা নিশ্চিত মনে কর্মস্থলে কাজ করতে সক্ষম হচ্ছে। বিষয়টি প্রবাসীদের মধ্যে অর্থনৈতিক ও সামাজিক উভয় ক্ষেত্রে সমান নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে সহযোগিতা করছে। এক কথায় সরকারের গৃহীত কর্মসূচীর মধ্যে ‘প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক’ প্রতিষ্ঠা একটি কল্যাণমুখী ও সমন্বয়যোগী পদক্ষেপ। এ ব্যাংকের মাধ্যমে সাশ্রয়ী পন্থায় রেমিট্যান্স আনয়ন কার্যক্রম আরম্ভ হলে আশা করা যায় যথাযথ চ্যানেলে রেমিট্যান্স প্রবাহ আরও বৃদ্ধি পাবে। এতে দেশের অর্থনৈতিক কার্যক্রম আরো গতিশীল এবং সমৃদ্ধশালী হবে।

ঋণ ঝুঁকি আচ্ছাদন স্কীম

ব্যাংকের পক্ষ থেকে বিদেশগামী কর্মীদের গৃহীত ঋণের নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে বিদেশ গমনকালে সহজ শর্তে ও খুবই স্বল্প টাকায় চালু হয়েছে ‘ঋণ আচ্ছাদন ঝুঁকি বীমা’। এ পলিসি একদিকে ঋণ গ্রহীতাকে তার গৃহীত ঋণের নিরাপত্তা প্রদান করছে, অপরদিকে অনাকাঙ্ক্ষিত কারণে ফেরৎ আসার পর ক্ষতির হাত হতে রক্ষা করার নিশ্চয়তা দিচ্ছে।

রেমিট্যান্স কার্যক্রম

প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক অভিবাসীদের কষ্টার্জিত বৈদেশিক মুদ্রা সহজে ও ব্যয় সাশ্রয়ী পন্থায় বাংলাদেশে প্রত্যাবাসন ও অভিবাসীদের নিকটাত্মীয়দের কাছে সম্ভাব্য দ্রুততম সময়ে পৌঁছে দিতে অঙ্গীকারবদ্ধ। তথ্য-প্রযুক্তির আধুনিকতার ছোঁয়ায় সমৃদ্ধ বৈদেশিক মুদ্রার প্রত্যাবাসনও হবে দ্রুততম প্রক্রিয়ায় ই-ব্যাংকিং, টেলি-ব্যাংকিং আর মোবাইল ব্যাংকিং প্রক্রিয়ায়। এ লক্ষ্যে দেশে ও বিদেশে রেমিট্যান্স সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়া অত্র ব্যাংকের মাধ্যমে সরাসরি রেমিটেন্স আহরণের নিমিত্ত **Nostro Account** খোলার কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। **Nostro Account** খোলা সময় সাপেক্ষ বিধায় বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ও এনসিসি ব্যাংকের সহযোগিতায় রেমিটেন্স আনয়নপূর্বক ব্যাংকের সকল শাখা থেকে পিন কোড পদ্ধতিতে স্পট ক্যাশ রেমিটেন্স বিতরণ করা হচ্ছে।

ব্যাংকের বুথের কার্যক্রম

হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের আগমনীতে বৈদেশিক মুদ্রা ও তথ্য বিনিময়ের জন্য ১টি বুথ রয়েছে এবং বহির্গমনে ১টি বুথ স্থাপনের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

বহির্গমন সার্ভিস

এ ব্যাংকের মাধ্যমে জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর বহিঃগমন ফি, কল্যাণ ফান্ডের অনুদান, রেজিস্ট্রেশন ফিসহ প্রবাসীদের বিবিধ খাতে গৃহীত আর্থিক কার্যক্রমসমূহ পরিচালনা করা হচ্ছে।

উপসংহার

প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক কর্তৃক সহজ শর্তে ও স্বল্প মুনাফায় ঋণ বিতরণের ফলে গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠী বিদেশ যাওয়ার জন্য আগ্রহী হয়ে উঠছেন। ফলে ইতোপূর্বে তারা গ্রামীণ মহাজনের কাছ থেকে চড়া সুদে যে ঋণ গ্রহণ করতো তার হাত থেকে রেহাই পাওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। মহাজনী ঋণের দায় হতে মুক্ত থাকার ফলে সামাজিকভাবে তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। মানুষ দেশের বাইরে কর্মসংস্থানে আগ্রহী হয়ে উঠার ফলে দেশে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন বৃদ্ধি পাচ্ছে। অপরদিকে, বেকারত্ব হ্রাস ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাওয়ায় গ্রামীণ অর্থনীতিতে সচ্ছলতা বৃদ্ধি পাবে। এ সচ্ছলতা দেশের আর্থিক ও সামাজিক পরিমন্ডলে উন্নয়নের ধারাকে আরো এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

এ ব্যাংক প্রতিষ্ঠার ফলে গ্রামীণ সামাজিক ও আর্থিক ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রভাব বিস্তারে অবদান রাখবে। তার অন্যতম কারণ প্রতিষ্ঠানটি ঐ সব প্রবাসী কর্মীদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ বিনিয়োগ তথা অংশ গ্রহণে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং ভবিষ্যতে সকল ক্ষেত্রে তাদের অংশ গ্রহণ অব্যাহত থাকবে।

Independent Auditor's Report

To the Shareholders of Probashi Kallyan Bank Report on the Financial Statements

Opinion

We have audited the financial statements of Probashi Kallyan Bank which comprise the Balance Sheet as at 30 June 2020 and Profit and Loss Account, Statement of Changes in Equity and Cash Flow Statement for the year then ended, and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies.

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the Balance Sheet of the Probashi Kallyan Bank as at 30 June 2020 and of its financial performance for the year then ended in accordance with International Financial Reporting Standards (IFRSs) and comply with the Banking Companies Act, 1991, and other applicable laws and regulations.

Basis for opinion

We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing (ISAs). Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the Bank in accordance with the International Ethics Standards Board for Accountants Code of Ethics for Professional Accountants (IESBA Code) together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Bangladesh and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the IESBA Code. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

Measurement of provision for loans, advances	
<p>The process for estimating the provision for loans and advances associated with credit risk is significant and complex.</p> <p>For the individual analysis for large exposure, provisions calculation consider the estimates of future business performance and the market value of collateral provided for credit transactions.</p> <p>For the collective analysis of exposure on portfolio basis, provision calculation and reporting are manually processed that deals with voluminous databases, assumptions and estimates.</p> <p>At year end the Bank reported total gross loans and advances of BDT 2436.85 million (2018-2019: BDT 1,839.64 million) and provision for loans and advances of BDT 53.29 million (2018-2019: BDT 45.95 million).</p>	<p>We tested the design and operating effectiveness of key controls focusing on the following:</p> <ul style="list-style-type: none">• Credit appraisal, loan disbursement procedures, monitoring and provisioning process;• Identification of loss events, including early warning and default warning indicators;• Reviewed quarterly Classification of Loans (CL); <p>Our substantive procedures in relation to the provision for loans and advances portfolio comprised the following:</p> <ul style="list-style-type: none">• Reviewed the adequacy of the general and specific provisions in line with related Bangladesh Bank guidelines;• Assessed the methodologies on which the provision amounts are based, recalculated the provisions and tested the completeness and accuracy of the underlying information;• Evaluated the appropriateness and presentation of disclosures against relevant accounting standards and Bangladesh Bank guidelines.• Finally, compared the amount of provision requirement as determined by Bangladesh Bank inspection team to the actual amount of provision maintained
See note nos. 7 and 12.01 to the financial statements	

IT systems and controls

<p>Our audit procedures have a focus on IT systems and controls due to the pervasive nature and complexity of the IT environment, the large volume of transactions processed in numerous locations daily and the reliance on automated and IT dependent manual controls.</p>	<p>We tested the design and operating effectiveness of the Bank's IT access controls over the information systems that are critical to financial reporting.</p> <p>We tested IT general controls (logical access, changes management and aspects of IT operational controls). This included testing that requests for access to systems were appropriately reviewed and authorized.</p>
<p>Our areas of audit focus included user access management, developer access to the production environment and changes to the IT environment. These are key to ensuring IT dependent and application based controls are operating effectively.</p>	<p>We tested the Bank's periodic review of access rights and reviewed requests of changes to systems for appropriate approval and authorization.</p> <p>We considered the control environment relating to various interfaces, configuration and other application layer controls identified as key to our audit.</p>

Other Information

Management is responsible for the other information. The other information comprises all of the information in the Annual Report other than the financial statements and our auditors' report thereon. The Annual Report is expected to be made available to us after the date of this auditor's report.

Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information identified above when it becomes available and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated.

When we read the annual report, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements

Managements is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with IFRSs and comply with Banking Company Act, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Bank's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Bank or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Bank's financial reporting process.

Auditors Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with ISAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with ISAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit.

We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Bank's internal control.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Bank's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosure in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Bank to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.
- Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the Bank to express an opinion on the financial statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of the audit. We remain solely responsible for our audit opinion.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

- a)The information and explanations required by us have been received and found satisfactory,
- b)We have obtained all the information and explanation which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit and made due verification thereof,
- c)Nothing has come to our attention regarding material instances of forgery or irregularity or administrative error and exceptions or anything detrimental committed by employees of the bank and its related entities,
- d)In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the bank so far as it appeared from our examination of those books,

- e)The Balance Sheet and Profit and Loss account of the bank dealt with by the report are in agreement with the books of account,
- f) The expenditure incurred was for the purpose of the bank's business,
- g)The financial statements of the bank have been drawn up in conformity with Banking Companies Act, 1991 and in accordance with the accounting rules and regulations and accounting standards as well as with related guideline issued by Bangladesh Bank,
- h)Adequate provisions have been made for loans and advances which are, in our opinion, doubtful or recovery,
- i) The records and statements submitted by the branches have been properly maintained and consolidated in the financial statements, and
- j) We have reviewed over 80% of the risk weighted assets of the bank and spent required hours for the audit of the books and accounts of the bank as per law.

For, BASU BANERJEE NATH & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS

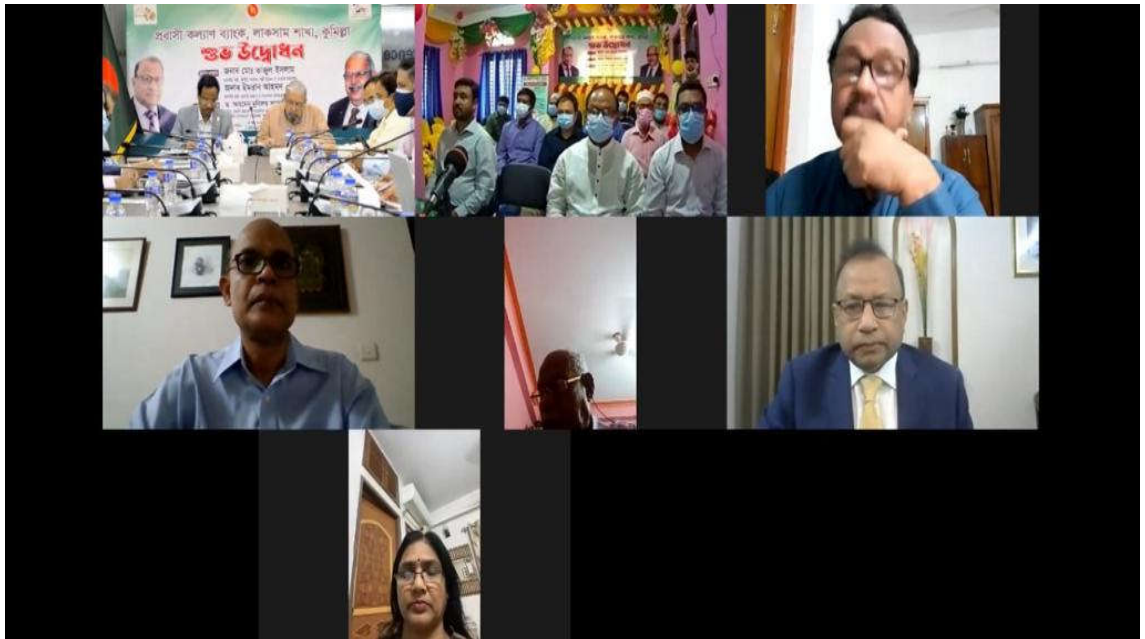
For, A. WAHAB & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS

Uzzal Deb Nath, FCA
Partner
Enrollment No.-1176

Md. Showkat Hossain, FCA
Partner
Enrollment No.-196

Dated: Dhaka, February 02, 2021

বিভিন্ন কার্যক্রমের স্থির চিত্র



বিভিন্ন কার্যক্রমের স্থির চিত্র



বিভিন্ন কার্যক্রমের স্থির চিত্র



বিভিন্ন কার্যক্রমের স্থির চিত্র



বিভিন্ন কার্যক্রমের স্থির চিত্র



